

# মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

## মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা

১। মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের প্রার্থিতার পূর্বশর্তসমূহ :

(ক) রেজিস্ট্রেশন (নিয়মিত/অনিয়মিত পরীক্ষার্থীদের জন্য):

- (১) বোর্ডের অনুমোদিত বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেণীতে শিক্ষাক্রম সমাপ্তির পর এ বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত ছাত্র/ছাত্রী মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এস এস সি) পরীক্ষায় নিজ নিজ বিদ্যালয় থেকে অংশগ্রহণ করার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
- (২) আন্তঃবোর্ডের বদলিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে এ বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(খ) পরীক্ষার আবেদন ফরম পূরণের জন্য ছাত্র/ছাত্রীদের যোগ্যতা :

- (১) বোর্ডের কেবলমাত্র বৈধ রেজিস্ট্রেশনধারী এবং নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র/ছাত্রীরাই পরীক্ষার আবেদন ফরম Online এ পূরণ করতে পারবে। (২০২১ সনে নির্বাচনী পরীক্ষার প্রয়োজন হবে না।)
- (২) বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ছাত্র/ছাত্রীকে অবশ্যই পরীক্ষার আবেদন ফরম Online এ পূরণ করতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করা অপরিহার্য।
- (৩) পরীক্ষার আবেদন ফরম ও রেজিস্ট্রেশন এর তথ্যাদিতে অবশ্যই মিল থাকতে হবে। এতে ছাত্র/ছাত্রীদের কোন তথ্যে গরমিল থাকলে এবং উক্ত গরমিলের কারণে যদি কোন পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশ করা না যায় তবে এর জন্য সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানই দায়ী থাকবেন।
- (৪) রেজিস্ট্রেশনবিহীন কোন ছাত্র/ছাত্রীর আবেদন ফরম বোর্ডে জমা দেয়া যাবে না।
- (৫) বোর্ডের বিধিমোতাবেক যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র/ছাত্রীর রেজিস্ট্রেশন হয়েছে উক্ত ছাত্র/ছাত্রীকে তার রেজিস্ট্রেশনকৃত ঐ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে হবে বিধায় রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ এবং বয়স থাকলে অকৃতকার্য ছাত্র/ছাত্রীকে অথবা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি এরকম ছাত্র/ছাত্রী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে এ সুযোগ তাদেরকে দিতে হবে।
- (৬) কোন ছাত্র/ছাত্রীর পরীক্ষার আবেদন ফরম জমা অথবা পরীক্ষা চলাকালীন অথবা পরীক্ষা শেষ হবার পর অথবা ফল প্রকাশিত হবার পর অথবা যে কোন সময়ে রেজিস্ট্রেশন অবৈধ/ভূয়া প্রমাণিত হলে তার প্রার্থিতা / পরীক্ষা/ পরীক্ষার ফল বাতিল বলে গণ্য হবে।

(গ) বয়স :

এস এস সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষা বৎসরের ১লা জানুয়ারি পরীক্ষার্থীর বয়স ন্যূনতম ১৪ বছর হতে হবে। নিয়মিত পরীক্ষার্থীর বেলায় সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২০ বছর এবং অনিয়মিত পরীক্ষার্থীর বেলায় রেজিঃ এর মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বয়স শিথিলযোগ্য।

২।

(ক) পরীক্ষা অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি ও কার্যক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠিত হবে।

(খ) মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার জন্য অনুমোদিত প্রত্যেক কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কেন্দ্র কমিটি নামে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

(গ) 'কেন্দ্র কমিটি' নিম্নরূপে গঠন করতে হবে:

(১) চেয়ারম্যান: জেলা সদরের জন্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা ও অন্যান্য স্থানের কেন্দ্রের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা।

(২) সদস্যবৃন্দ:

(অ) জেলা শিক্ষা অফিসার (জেলা সদরের জন্য)/উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (উপজেলার ক্ষেত্রে)/ থানা শিক্ষা কর্মকর্তা (মহানগরীর ক্ষেত্রে)।

(আ) সরকারি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- ১ জন ও বেসরকারী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক- ১ জন সদস্য হতে পারবেন। (সরকারি বিদ্যালয় না থাকলে বেসরকারি বিদ্যালয়ের ২ জন)।

(ই) কেন্দ্র সচিব কেন্দ্র কমিটির সদস্য সচিব হবে।

(৩) কেন্দ্র সচিব:

কমিটি নিম্নবর্ণিত নিয়মে কেন্দ্র সচিব নির্বাচিত করবেন :

বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্রের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান প্রধান কেন্দ্র সচিব হবেন।

কোন কারণে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্র সচিব হতে না পারলে কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান এর অনুমোদনক্রমে কেন্দ্রের আওতাধীন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের মধ্য থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক কেন্দ্র সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে কোন শিক্ষক অথবা কোন কর্মকর্তার ছেলে/ মেয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের কোন কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করলে তিনি কেন্দ্র সচিব হতে পারবেন না।

(৪) কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা:

কেন্দ্র কমিটির চেয়ারম্যান কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হবেন। কোন অনিবার্য কারণে চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত অফিসার হিসেবে কর্তব্য পালন করতে না পারলে তিনি একজন দায়িত্বশীল সরকারি কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত অফিসার নিযুক্ত করবেন। এরূপ নিযুক্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোন বিভাগের কোন উচ্চ পদস্থ অফিসার যেন কোন নিম্ন পদস্থ কর্মকর্তার অধীনস্থ না হন।

৩। কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য:

(ক) কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সকল প্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ও তা তদারক করবেন।

(খ) তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট হতে যে সমস্ত গোপনীয় কাগজপত্র গ্রহণ করবেন, সেগুলো নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন এবং পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশানুসারে ঐ সকল কাগজপত্র কেন্দ্র সচিবসহ নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন। বেসিক ট্রেড বিষয়ের তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি উক্ত বিষয়ের পরীক্ষার দিনে প্রশ্নপত্র ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন।

(গ) তিনি প্রত্যহ প্রতি বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অনুসারে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র নিরাপদে বোর্ডে পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্র সচিবকে পরামর্শ দেবেন। বেসিক ট্রেড বিষয়ে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক পরীক্ষা শেষ হবার পর পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র পরীক্ষার দিনেই সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে সংগ্রহ করার পর নিরাপদে বোর্ডে পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কেন্দ্র সচিবকে পরামর্শ দেবেন।

(ঘ) তিনি পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা বিধানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বেসিক ট্রেড বিষয়ের পরীক্ষা, পরীক্ষা কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে বিধায় উক্ত বিষয়ের পরীক্ষার দিনে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নিরাপত্তা বিধানেরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- (ঙ) সকল বিষয়ের পরীক্ষা শেষে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট তাঁর কেন্দ্রের পরীক্ষা পরিচালনা সম্পর্কীয় একটি সামগ্রিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।
- (চ) তিনি জেলা প্রশাসক না হলে সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে পরিদর্শক নির্বাচন করবেন। পরিদর্শক নির্বাচনের সময় লক্ষ রাখতে হবে যে কেন্দ্রাধীন কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষককে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের কক্ষে পরিদর্শকের দায়িত্বে নিয়োগ করা না হয়।
- (ছ) তিনি কক্ষ পরিদর্শক ও পরীক্ষা পরিচালনায় নিয়োজিত সকল শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিরাপত্তা বিধান করবেন।
- (জ) তিনি সকল কেন্দ্রের চারপাশের ২০০ গজের মধ্যে পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন ব্যক্তি/ব্যক্তিদের চলাচল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করবেন।
- (ঝ) পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে ট্রেজারীতে ট্রাঙ্কে রক্ষিত প্রশ্নপত্রের প্যাকেটের সাথে প্রশ্নপত্রের বিবরণী তালিকা সঠিকভাবে যাচাই করবেন। প্রশ্নপত্রের প্যাকেট যাচাইকালে সংশ্লিষ্ট ট্রেজারী অফিসার, কেন্দ্র সচিব এবং পরীক্ষা পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। কোনরূপ গরমিল কিংবা কম/বেশি থাকলে দ্রুত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে অবহিত করবেন।
- (ঞ) প্রশ্নপত্র যাচাইয়ের পর পরীক্ষার সময়সূচী অনুযায়ী নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত বিষয়ের সকল প্রশ্নপত্রের খাম শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত বিশেষ নিরাপত্তা খামে সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বহু নির্বাচনী এবং সৃজনশীল প্রশ্নপত্র দুই সেটের জন্য আলাদা আলাদা নিরাপত্তা খাম ব্যবহার করতে হবে।

#### ৪। কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব :

- (ক) কেন্দ্র কমিটি গঠনের অনতিকাল পরেই কেন্দ্র সচিব কেন্দ্র কমিটির সদস্যগণের নাম, পদবি ও ঠিকানা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের জ্ঞাতার্থে এবং অনুমোদনের জন্য তার দপ্তরে পাঠাবেন।
- (খ) কেন্দ্র কমিটির অনুমোদনক্রমে তিনি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য অনধিক ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট পরীক্ষা পরিচালনা কমিটি গঠন করবেন। কেন্দ্র বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমন্বয়ে এ কমিটি গঠিত হবে। মূল কেন্দ্রের জন্য ১ জন হল সুপার, ভেন্যু কেন্দ্র থাকলে প্রত্যেক ভেন্যুর জন্য ১ জন সহকারী কেন্দ্র সচিব (সংশ্লিষ্ট ভেন্যু প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক) ও ১ জন হল সুপার এবং দাপ্তরিক কাজে সহযোগিতার জন্য তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ করবেন। প্রতি ২০ জন পরীক্ষার্থীর জন্য ১ জন কক্ষ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবেন তবে প্রতি কক্ষে কমপক্ষে ২ জন কক্ষ পর্যবেক্ষক থাকতে হবে। পর্যবেক্ষক কাজে শিক্ষকগণকে নির্বাচন করার পূর্বে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে (হল সুপার নিয়োগের ক্ষেত্রে মূল ভেন্যু / কেন্দ্র প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষককে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।)
- (গ) তিনি কেন্দ্রে নিযুক্ত সহকারী কেন্দ্রসচিব, হলসুপার, কক্ষ পরিদর্শক ও অন্যান্য কর্মচারীগণকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে পরীক্ষা পরিচালনার যাবতীয় নিয়মাবলী জ্ঞাত করার জন্য পরীক্ষা শুরু হবার কমপক্ষে ২ (দুই) দিন পূর্বে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবেন।
- (ঘ) তিনি বোর্ডের নির্দেশিত তারিখে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর হতে তাঁর কেন্দ্রের সকল বিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের বিবরণী, প্রিন্ট আউট কপি, অলিখিত রচনামূলক উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র, ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র ও নম্বরফর্দ এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় সামগ্রী গ্রহণ করবেন এবং নিরাপদ হেফাজতে নিজের দায়িত্বে কেন্দ্রে সংরক্ষণ করবেন। তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বোর্ডের ওয়েবসাইট থেকে তার কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরীক্ষার্থীদের প্রবেশপত্র এবং স্বাক্ষরলিপি ডাউন লোড করে প্রিন্ট করে নেবেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের নিকট পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩ (তিন) দিন পূর্বে প্রবেশপত্র সরবরাহ করবেন। প্রবেশপত্র সরবরাহ করার পূর্বে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর সম্বলিত প্রিন্ট আউট কপির সঙ্গে যাচাই করে দিবেন। কোন গরমিল পরিলক্ষিত হলে তিনি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তর থেকে সংশোধন করার পর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় প্রধানকে সরবরাহ করবেন।

(ঠ) বোর্ডের অনুমতিক্রমে কোন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থী ফ্রাইব (শ্রুতিলেখক) সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চাইলে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে শ্রুতিলেখক ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত হতে হবে। এ ধরনের পরীক্ষার্থীরা এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীরা অতিরিক্ত ১০ মিনিট সময় পাবে। তবে প্রতিবন্ধী (অটিস্টিক, ডাউন সিনড্রোম, সেলিব্রাল পলসি) শিক্ষার্থীদের জন্য অন্যান্য শিক্ষার্থীদের তুলনায় ১৫ মিনিট অতিরিক্ত সময় প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সিভিল সার্জন/বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত সনদ, আবেদনকারী ও ফ্রাইব (শ্রুতিলেখক) উভয়ের পাসপোর্ট সাইজের ০৪ (চার) কপি করে সত্যায়িত ছবি এবং শ্রুতিলেখক অভিভাবকের সম্মতিপত্র ও প্রধান শিক্ষক কর্তৃক ৮ম শ্রেণীতে অধ্যয়নের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে।

৫। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কর্তৃক প্রকাশিত পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময়সূচির কপি প্রত্যেক কেন্দ্রে কোন প্রকাশ্য স্থানে বুলিয়ে দিতে হবে।

৬। প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত সময় অনুযায়ী প্রথমে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষা তারপর রচনামূলক অংশের পরীক্ষা আরম্ভ হবে। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার জন্য আলাদা উত্তর পত্র থাকবে।

৭।

(ক) প্রতিদিন পরীক্ষা আরম্ভ হবার ৩০ মিনিট পূর্বে স্ব স্ব কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীদের আসন গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থী ব্যতীত অন্য কেউ যাতে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

(খ) পরীক্ষা শুরু হবার ৩০ মিনিটের অধিক সময়ের পূর্বে কোন ক্রমেই প্রশ্নপত্রের প্যাকেট খোলা যাবে না। কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট/সরকারি কর্মকর্তা, পুলিশ কর্মকর্তা ও কেন্দ্র সচিবের উপস্থিতিতে এবং “প্রশ্নপত্রের প্যাকেট সিলগালা অবস্থায় অক্ষত রয়েছে” মর্মে তাঁদের প্রত্যয়নক্রমে বিধি মোতাবেক প্যাকেট খোলা নিশ্চিত করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে কেন্দ্র সচিব ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হবে।

(গ) কেন্দ্র সচিব পরীক্ষা আরম্ভ হবার ৩০ (ত্রিশ) মিনিট পূর্বে কক্ষ পর্যবেক্ষকগণের নিকট কক্ষের পরীক্ষার্থী অনুযায়ী রচনামূলক পরীক্ষার মূল সাদা উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর লিপি সরবরাহ করবেন এবং উক্ত কাগজ পত্রসহ পর্যবেক্ষকগণ তাদের স্ব-স্ব দায়িত্ব প্রাপ্ত কক্ষে গমন করবেন।

(ঘ) পরীক্ষা আরম্ভ হবার দশ মিনিট পূর্বে আরও একবার ঘন্টা বাজাতে হবে এবং ঘন্টা বাজানোর সাথে সাথে কক্ষ পরিদর্শকগণ ২০২১ সালের সিলেবাস অনুযায়ী এ সময় পরীক্ষার্থীদের ঐ বিষয়ের পরীক্ষার সময় ও নম্বর বন্টন বার বার স্মরণ করিয়া দেবে। পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র এবং রচনামূলক পরীক্ষার নির্দিষ্ট সাদা উত্তরপত্র বিতরণ করবেন।

(ঙ) পরীক্ষা আরম্ভ হবার পাঁচ মিনিট পূর্বে কেন্দ্র সচিব সহকারী কেন্দ্র সচিব/হল সুপারের নিকট প্রতি কক্ষের পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন। সহকারী কেন্দ্র সচিব/হল সুপার প্রশ্নপত্র কক্ষের সিনিয়র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট পৌঁছাবেন।

(চ) পরীক্ষা আরম্ভ করার নির্ধারিত মুহূর্তে পরীক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নপত্র দেবার জন্য আরও একটি চূড়ান্ত ঘন্টা বাজাতে হবে।

(ছ) পরীক্ষা আরম্ভ হবার ১৫ (পনের) মিনিট পরে কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষার কক্ষে প্রবেশের অনুমতি বা প্রশ্নপত্র দেয়া যাবে না। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্র সচিব এ সময় সীমা আধ ঘন্টা পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবেন।

(জ) নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশের পরীক্ষা বিরতিহীনভাবে চলবে।

(ঝ) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা শেষ হবার পর কোন পরীক্ষার্থীকে কক্ষের বাইরে যাবার অনুমতি দেয়া যাবে না। রচনামূলক পরীক্ষা চলাকালীন কোন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে আধ ঘন্টা পর উত্তরপত্র জমা দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করতে পারবে। তবে পুনরায় সে কক্ষে প্রবেশ করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে না।

- ৮। প্রবেশপত্র ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড ব্যতীত কোন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না।
- ৯। প্রত্যেক পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, কালো অথবা নীল বলপেন, কাঠ পেন্সিল এবং ইরেজার (Eraser) অবশ্যই সাথে আনতে হবে। গণিত, ভূগোল বা অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ের জন্য পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে যে কোন সাধারণ সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে।
- ১০। প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক তাঁর প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীদের সনাক্ত করার জন্য নিজে কিংবা তার প্রাধিকারপ্রাপ্ত (স্বাক্ষর সত্যায়িতসহ) একজন শিক্ষককে পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠাবেন যিনি কমপক্ষে দু'বছর যাবত ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন এবং যিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল পরীক্ষার্থীকে চিনেন।
- ১১। পরীক্ষার্থীকে উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
- ১২। পরীক্ষার্থীকে প্রবেশপত্রে উল্লিখিত কেন্দ্রে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।
- ১৩। পরীক্ষা শেষে বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত নমুনা অনুযায়ী প্রত্যেক বিষয়ের (ব্যবহারিক বিষয়সহ) অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের ৩ (তিন) কপি করে তালিকা প্রস্তুত করে এক কপি মাধ্যমিক শাখায়, এক কপি কম্পিউটার শাখায় এবং অন্য কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

**১৪। কেন্দ্র সচিবদের প্রতি কিছু জরুরী নির্দেশনা :**

- (ক) পরীক্ষা শুরুর ১ ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির সংখ্যা এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার ১ ঘন্টার মধ্যে বহিষ্কারসহ সার্বিক তথ্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কন্ট্রোল রুমে অবহিত করতে হবে এবং এই তথ্যের সাথে জেলা প্রশাসকের কন্ট্রোল রুমে প্রদত্ত তথ্যের সম্পূর্ণ মিল থাকতে হবে।
- (খ) প্রতি বিষয়ের পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথেই কক্ষ পর্যবেক্ষক উত্তরপত্রগুলো সংগ্রহ করে কক্ষে বসেই ওএমআর এর প্রথম অংশ ছিঁড়ে উপস্থিত পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার সাথে মিলিয়ে কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হিসাব বুঝিয়ে দিবেন। উত্তরপত্র থেকে ওএমআর এর প্রথম অংশ ছেঁড়ার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটলে কিংবা জটিলতা সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পরিদর্শক পর্যবেক্ষক/কেন্দ্র সচিব এর জন্য দায়ী থাকবেন।
- (গ) পরীক্ষার সময়সূচি অনুযায়ী প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে, বিকেলে পরীক্ষা না থাকলে ঐ দিনেই বিকেল ৩.০০টার মধ্যে এবং বিকেলে পরীক্ষা থাকলে রাত ৫.০০টার মধ্যে ওএমআর এর ছেঁড়াপ্রথম অংশ পোস্ট করতে হবে। পোস্ট অফিসকে পূর্ব থেকে নির্দেশনা দিয়ে রাখতে হবে। কোন অবস্থাতেই এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। কাপড়ের র্যাপিং এর উপর পরীক্ষার তারিখ, সময় এবং বোর্ডের নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে দায়িত্বশীল কর্মকর্তার মাধ্যমে পোস্ট করতে হবে। ওএমআর এর প্রতিটি ছোট প্যাকেটের ভিতরে এবং বাইরে একটি করে নির্ধারিত শিরোনামপত্র লাগিয়ে উল্লিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।
- (ঘ) খাতার টপ ওএমআর এবং বহুনির্বাচনী ওএমআর আলাদা প্যাকেটে লাল রং এর কাপড় দিয়ে মুড়ে সীলগালা করতে হবে। অতঃপর অনুচ্ছেদ ১৯(ঙ) এর নমুনা ছক মোতাবেক ঠিকানা লিখে বোর্ডের নাম উল্লেখ পূর্বক চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড কম্পিউটার সেলে প্রেরণ করতে হবে। একই দিনে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা হলে বিষয়ের নাম উল্লেখপূর্বক আলাদাভাবে প্যাকেট করতে হবে।
- (ঙ) কোন পরীক্ষার্থী যাতে কোন উপায়ে নকল করতে না পারে এজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন বোধে পরীক্ষা কেন্দ্রের প্রধান ফটকে পরীক্ষার্থীদের দেহ তল্লাশি করে কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দিতে হবে।
- (চ) পরীক্ষা শুরুর পূর্বে কেন্দ্র সচিবকে পরীক্ষা গ্রহণের একটি প্রস্তুতিমূলক সভা আহ্বান করতে হবে। উক্ত সভায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সিলেবাস এবং পরীক্ষা পরিচালনার নির্দেশাবলী সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে হবে। কেন্দ্র সচিবগণ সময় ও নম্বর বর্ধন সংক্রান্ত নির্দেশনার একটি ফটোকপি সরবরাহ করতে হবে।
- (ছ) ২০২১ সালে অনুষ্ঠেয় এসএসসি পরীক্ষার ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪৭) এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা (১৫৬) ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর তার কেন্দ্রে অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে সংগ্রহ পূর্বক বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Online এ শিক্ষাবোর্ডে প্রেরণ করবেন।

- (জ) প্রথমে বহুনির্বাচনী ও পরে সৃজনশীল / রচনামূলক তত্ত্বীয় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং উভয় পরীক্ষা বিরতিহীনভাবে চলার বিষয়টি কেন্দ্র সচিব নিশ্চিত করবেন। এ বইয়ে উল্লেখিত সময়সূচী অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে।
- (ঝ) পরীক্ষার হলে দায়িত্বরত পর্যবেক্ষকদের সাথে মোবাইল ফোন না রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।
- (ঞ) পরীক্ষার্থীদের রেজিঃ কার্ডে উল্লেখিত শিক্ষাবর্ষের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি কেন্দ্র সচিব এবং সংশ্লিষ্ট পরিদর্শক নিশ্চিত করবেন। এর ব্যত্যয় ঘটলে তাঁদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করা হবে।

## সিলেবাস সংক্রান্ত

২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীরা ২০২১ সালের সিলেবাসের (বাংলা ১ম পত্র ও ইংরেজী ১ম পত্র ব্যতীত) মানবর্তন ও সময় অনুযায়ী প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করবে।

### ১৫। সহকারী কেন্দ্র সচিবের দায়িত্ব :

- (ক) কেন্দ্রের প্রতি ভেন্যুর জন্য একজন সহকারী কেন্দ্রসচিব থাকবেন।
- (খ) সহকারী কেন্দ্র সচিব তাঁর ভেন্যুর পরীক্ষার্থীদের সংখ্যানুযায়ী নির্ধারিত মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষর লিপি ইত্যাদিসহ বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত অন্যান্য পরীক্ষা সামগ্রী কেন্দ্র সচিবের নিকট হতে বুঝে নিবেন।
- (গ) পরীক্ষার দিন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কেন্দ্র সচিব কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে এবং স্থান হতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তাসহ প্রশ্নপত্র গ্রহণ করবেন।
- (ঘ) তিনি কক্ষ পর্যবেক্ষকের নিকট নির্ধারিত সময়ে মূল অলিখিত উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, স্বাক্ষর লিপি ও নৈব্যক্তিক উত্তরপত্র, রচনামূলক ও নৈব্যক্তিক প্রশ্নপত্র বিতরণ করবেন এবং পরীক্ষা শেষে কক্ষ পরিদর্শকগণের নিকট হতে রচনামূলক লিখিত উত্তরপত্র ও স্বাক্ষর লিপি, রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ এবং নৈব্যক্তিক উত্তরপত্র সংগ্রহ করবেন।
- (ঙ) তিনি ভেন্যুতে কেন্দ্র সচিবের দায়িত্বপালন করবেন। তবে কোন জটিল অবস্থার সম্মুখীন হলে সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সচিব ও কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বিষয়টি অবহিত করবেন।
- (চ) দৈনিক পরীক্ষা শেষে রচনামূলক উত্তরপত্রের বাউন্ডেল এবং নৈব্যক্তিক উত্তরপত্রের কাটুন, রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশের কাটুন কেন্দ্র সচিবের নিকট জমা দিবেন। ভেন্যুতে অসদুপায় অবলম্বনের জন্য কোন পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে রিপোর্ট করলে তার উত্তরপত্র, নকলের কাগজ পর্যবেক্ষকের প্রতিবেদন এবং গোপনীয় প্রতিবেদন সচিবের নিকট জমা দিবেন।

### ১৬। হল সুপরের দায়িত্ব :

- (ক) প্রতি ভেন্যুতে একজন করে হল সুপার থাকবেন।
- (খ) তিনি সহকারী কেন্দ্র সচিবকে সহযোগিতা করবেন।

### ১৭। রচনামূলক উত্তরপত্রের বাউন্ডেল প্রস্তুতকরণ ও বোর্ডে প্রেরণ:

- (ক) রচনামূলক উত্তরপত্র বিষয়/পত্র ওয়ারি অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) টি করে উপর ও নিচে করগেটেড শিট দিয়ে বাঁধতে হবে। উপরের করগেটেড শিটে একটি করে নির্ধারিত বাউন্ডেল লেবেল লাগাতে হবে। কোন অবস্থাতেই একাধিক বিষয়/পত্রের উত্তরপত্র একই বাউন্ডলে দেয়া যাবে না।
- (খ) কেন্দ্রের সমুদয় উত্তরপত্রের সকল বাউন্ডেল, পাঠ্যসূচি, বিষয়/পত্র ওয়ারি সাজিয়ে শক্ত পাটের রশি দিয়ে বেঁধে (অন্য কিছু দিয়ে বাঁধা যাবে না) বিবরণীয় এক কপিসহ কাঠের বাস্কেট্রাংকে/বস্তায় ভরে হাতে হাতে অথবা ডাকযোগে পরীক্ষা শেষে ঐ দিনই বোর্ডে জমাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। ডাকযোগে পাঠানোর বেলায় প্রতিপত্র/বস্তায় সমন্বিত বিবরণীয় কপি থাকতে হবে এবং তবে বিশেষ কোন প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ না করলে হাতে হাতেই উত্তরপত্র বোর্ডে পাঠাতে হবে। প্রতিটি বাউন্ডেল সাদা কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে সেলাই বা সিলগালা করে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) কোন কারণবশতঃ পরীক্ষার দিন উত্তরপত্র বোর্ডে জমা দিতে/পাঠাতে ব্যর্থ হলে থানা/ট্রেজারিতে তা সংরক্ষণ করতে হবে। কোন অবস্থাতেই কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা যাবে না। থানা/ ট্রেজারি হতে বোর্ডে জমাদানের জন্য উত্তরপত্র গ্রহণের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং মূল ছাড়পত্র উত্তরপত্রের সাথে জাম দিতে হবে।

(ঘ) উত্তরপত্রের বাউন্ডলের করগেটেড-শিট, বাউন্ডেল লেবেল বা বাউন্ডেলের কোন অংশে কেন্দ্র সচিবের সিল বা কোন রকম চিহ্ন দেয়া যাবে না। যদি এর ব্যতিক্রম হয় তবে কেন্দ্র বাতিলসহ কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে।

১৮। রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেড়া প্রথম অংশ ও বহুনির্বাচনি / নৈব্যক্তিক উত্তরপত্রের শিরোনাম পত্র প্রস্তুতকরণ এবং প্রেরণের নিয়মাবলী:

(ক) রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশসমূহ পৃথকভাবে খুব সাবধানের সাথে ঠিকভাবে ছিড়ে পৃথক করতে হবে। প্রতি বিষয় ও পত্রের রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেড়া প্রথম অংশ অনূর্ধ ২০০ (দুইশ)টি করে রোল নম্বরের ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে প্যাকেট করতে হবে।

(খ) প্রতি বিষয় ও পত্রের বহুনির্বাচনি/নৈব্যক্তিক উত্তরপত্র অনূর্ধ ২০০ (দুইশ) টি করে রোল নম্বরের ক্রমানুযায়ী সাজিয়ে প্যাকেট করতে হবে।

(গ) যদি রোল/রেজিঃ নম্বর অথবা বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তা হলে একটানে কেটে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘবামাজা না করে বা ব্লেন্ড দ্বারা না মুছে বা সাদ ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। এরূপ উত্তরপত্রগুলো কোন ক্রমেই আলাদাভাবে সাজানো বা প্যাকেট করা যাবে না।

(ঘ) উপর্যুক্ত ক ও খ এর প্রতিটি প্যাকেটের জন্য ৪ (চার) কপি শিরোনাম পত্র তৈরি করতে হবে। শিরোনাম পত্রে উত্তরপত্রের রোল নম্বরসমূহ, অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ বহিষ্কৃত/অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বরসমূহ এবং ভুল বৃত্ত ভরাটকৃত পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর সমূহ স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। শিরোনাম পত্রের প্রথম কপি প্যাকেটের ভেতর, দ্বিতীয় কপি প্যাকেটের বাইরে আঠা দিয়ে এমনভাবে লাগাতে হবে যেন পড়া যায়। তৃতীয় কপি পরীক্ষা শেষে বিষয় ও পত্র অনুযায়ী সাজিয়ে স্বাক্ষর লিপির সাথে মাধ্যমিক পরীক্ষা শাখায় জমা দিতে হবে। চতুর্থ কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

(ঙ) উপরে উল্লিখিত সকল বিষয় এ পত্রের প্যাকেটসমূহ লাল (রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেড়া প্রথম অংশ এবং বহুনির্বাচনী নৈব্যক্তিক উত্তরপত্র) কাপড় দ্বারা মুড়িয়ে সেলাই বা সিলগালা করে প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে সরাসরি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সি.ডি.এ এভিনিউ, মুরাদপুর, চট্টগ্রাম এই ঠিকানায় হাতে হাতে অথবা প্রতিদিন ডাকযোগে পাঠাতে হবে। প্রদত্ত নমুনা অনুযায়ী লাল রং এর কাপড় মোড়ানো প্যাকেটের এক পাশে প্রাপকের ঠিকানা ও অন্য পাশে প্রেরক/কেন্দ্রের পূর্ণ ঠিকানা স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে এবং প্যাকেটের উপর বাম পাশে “চট্টগ্রাম বোর্ডের জন্য” কথাটি লিখতে হবে অথবা অনুরূপ একটি সিল তৈরি করে প্যাকেটের বামপাশে কোণায় মেরে দিতে হবে।

“নমুনা ছক”

## চট্টগ্রাম বোর্ডের জন্য

পোস্ট করার তারিখ : .....

পোস্ট করার সময় : .....

প্রেরক,

কেন্দ্র সচিব

কেন্দ্রের নাম : .....

কেন্দ্র কোড : .....

উপজেলা : .....

জেলা : .....

প্রাপক,

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড

সি.ডি.এ এভিনিউ

মুরাদপুর, চট্টগ্রাম।

(চ) বহুনির্বাচনি/নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রের প্রশ্নের সেট কোড লিখতে অথবা বৃত্ত ভরাট করতে কোন ভুল হলে পরীক্ষার পরে উহার কোন সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হবে না। সেট কোডের একাধিক বৃত্ত ভরাট করলে অথবা কোন বৃত্ত ভরাট না করলে উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৯। ব্যবহারিক পরীক্ষা :

- (ক) অনুপস্থিত পরীক্ষার্থীদের তালিকা ও বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীর তালিকা রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমে (তত্ত্বীয়) আলাদা ভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং প্রতিদিনের উপস্থিতি, অনুপস্থিতি ও বহিস্কৃতির তালিকা অত্র বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।
- (খ) সকল পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপি বিভাগওয়ারি রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে (তত্ত্বীয়) আলাদা করে প্যাকেট করতে হবে।
- (গ) সকল বিষয়ের শিরোনাম পত্র (নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক)।
- (ঘ) কক্ষ পরিদর্শকদের নাম, ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর, কক্ষ নম্বরসহ তালিকা।
- (ঙ) আসন বিন্যাস।
- (চ) প্রশ্ন খোলার সার্টিফিকেট।
- (ছ) রোল নম্বর সম্বলিত প্রিন্ট আউট (ডিআর)।
- (জ) পরীক্ষায় ব্যবহৃত রচনামূলক উত্তরপত্রের ক্রমিক নম্বরের তালিকা (বিষয়ওয়ারি আলাদা আলাদা)।
- (ঝ) ক্রমিক নং- ২০ এর খ, গ, ঘ এবং চ ও (তিন) কপি করে প্রস্তুত করে, এক কপি কম্পিউটার কেন্দ্রে এবং এক কপি কেন্দ্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

২০। অনুচ্ছেদ ২০ ক থেকে ঝ পর্যন্ত উল্লিখিত রেকর্ডপত্র ও দ্রব্যাদি সঠিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দিয়ে এবং এতে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে কোন রূপ বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র বাতিল সহ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকটে সুপারিশ করা হবে।

২১। পরীক্ষার যেসকল সাজসরঞ্জাম শাখায় জমা দিতে হবে:

- (ক) পরীক্ষার সাজসরঞ্জাম শাখা থেকে গৃহীত ও উদ্ধৃত মালামালের হিসাব।
- (১) ট্রাংক, বস্তা, তালা।
- (২) সাদা উত্তরপত্র (রচনা ও অতিরিক্ত)।
- (৩) নৈর্ব্যক্তিক।
- (৪) অব্যবহৃত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক।
- (৫) বিভিন্ন প্রকার কার্টুন।
- (৬) অন্যান্য সকল উদ্ধৃত মালামাল।

## ২২। কক্ষ পরিদর্শকের করণীয় :

- (ক) কক্ষ পরিদর্শক হল সুপারের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রচনামূলক উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র, বহুনির্বাচনি নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার উত্তরপত্র এবং স্বাক্ষরলিপি সংগ্রহ করে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে পরীক্ষা কক্ষে উপস্থিত হবেন।
- (খ) কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থীদেরকে উত্তরপত্রের উভয় পৃষ্ঠায় লিখার এবং বৃত্ত ভরাটের নিয়মাবলী বিশেষভাবে জ্ঞাত করাবেন।
- (গ) প্রত্যেক পরীক্ষার্থী তার নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উত্তর পত্রের কভার পৃষ্ঠা (OMR) এর নির্ধারিত স্থানে বোর্ডের নাম, রোল নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখে সঠিকভাবে কালো বলপেন দিয়ে বৃত্ত ভরাট করেছে কিনা তা তিনি যাচাই করবেন। মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (OMR) এর পরের প্রথম পৃষ্ঠায় যথাস্থানে পরীক্ষার বিষয় (পত্রসহ), বিষয় কোড ও পরীক্ষার তারিখ পরীক্ষার্থী লিখেছে কিনা তাও তিনি যাচাই করবেন। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণের পর প্রশ্নপত্রে উল্লিখিত বিষয় কোড দেখে পরীক্ষার্থী উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় বিষয় কোডের নির্ধারিত বৃত্ত ভরাট করবে। যদি রোল/রেজিস্ট্রেশন নম্বর অথবা বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তাহলে একটানে কেটে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। ভুল উত্তরপত্রগুলো আলাদাভাবে সাজানো বা আলাদাভাবে প্যাকেট করা যাবে না। অতঃপর কক্ষ পর্যবেক্ষক উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর করবেন। কক্ষ পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষরের পর উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় কোন প্রকার ভুল থাকলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পর্যবেক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পরীক্ষার্থী স্বাক্ষর লিপিতে স্বাক্ষর করবে।

কোন পরীক্ষার্থী রচনামূলক পরীক্ষার সময় অতিরিক্ত উত্তরপত্র গ্রহণ করলে কক্ষ পরিদর্শক সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার্থী কর্তৃক মূল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় (OMR) অতিরিক্ত উত্তর পত্রের সংখ্যার জন্য নির্ধারিত স্থানে অতিরিক্ত উত্তরপত্রের সংখ্যা লিখিয়ে নেবেন এবং বাম পার্শ্বে বৃত্তাকার ঘরও পরীক্ষার্থী কর্তৃক ভরাট করিয়ে নেবেন।

অতঃপর অতিরিক্ত উত্তরপত্রের নির্ধারিত স্থানে পরীক্ষার্থী বিষয় (পত্রসহ), বিষয় কোড ও পরীক্ষার তারিখ যথাযথভাবে লিখে কিনা পরিদর্শক তা যাচাই করবেন। অতিরিক্ত উত্তরপত্র মূল উত্তরপত্রের সঙ্গে সেলাই করে সংযোজন করতে হবে। কোন ক্রমেই স্টেপলিং করা যাবে না।

২০২১ সালের পরীক্ষার্থীদের নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার পরীক্ষা শেষ হবার সাথে সাথে রচনামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিতরণ করতে হবে। রচনামূলক উত্তরপত্র বিতরণের পর পরীক্ষার্থীরা তাদের উত্তরপত্রের

(খ) নির্ধারিত স্থানে বোর্ডের নাম, রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর ইত্যাদির বৃত্তসমূহ ভরাট করেছে কিনা তা অবশ্যই নিশ্চিত করবেন। প্রশ্নপত্র দেখে পরীক্ষার্থীরা বিষয় কোড ও সেট কোডের নির্ধারিত ঘর ভরাট করবে। যদি রোল/রেজিঃ নম্বর অথবা বিষয় কোড লিখতে ভুল হয় তাহলে একটানে কেটে সঠিকটি লিখতে হবে। বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা ইরেজার দ্বারা ঘষামাজা না করে বা ব্লেড দ্বারা না মুছে বা সাদা ফ্লুইড না লাগিয়ে সঠিক বৃত্তটি ভরাট করতে হবে। এ ক্ষেত্রে একই সারিতে একাধিক বৃত্ত ভরাট থাকতে পারে। ভুল উত্তরপত্রগুলো আলাদাভাবে সাজানো বা প্যাকেট করা যাবে না। অতঃপর তিনি নির্ধারিত স্থানে তাঁর স্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষর প্রদানের পর যদি কোন প্রকার ভুল ধরা পরে তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্বাক্ষর লিপিতে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর নিবেন। কোন পরীক্ষার্থী রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয় কোড, সেট কোডের (নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার ক্ষেত্রে) বৃত্ত ভরাটে ভুল করলে কোন অবস্থাতেই তাকে নতুন উত্তরপত্র দেয়া যাবে না।

কর্তব্যরত কক্ষ পর্যবেক্ষকগণ পরীক্ষা আরম্ভ হবার প্রথম দিনেই স্বাক্ষরপত্রে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষর গ্রহণের সময় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর পঠিত বিষয়সমূহ পরীক্ষার্থীকে অবহিত করবেন। পরীক্ষার্থীর রেজিঃ

(ঙ) কার্ডে এবং প্রবেশপত্রে বিষয়ের গরমিল পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কেন্দ্র সচিবকে বিষয়টি অবহিত করবেন। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে বিষয়ের গরমিল পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের সাথে যোগাযোগ করে সংশোধন করে নিতে হবে। এ বিষয়ের পরে কোন সংশোধনী গ্রহণযোগ্য হবে না।

প্রত্যহ সকাল/বিকালের বহুনির্বাচনী নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা পৃথক স্বাক্ষরপত্রে স্বাক্ষর করবে। কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শকগণ প্রত্যেক বিষয়ে ও পত্রে পরীক্ষার দিন ও

(চ) সময়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের পার্শ্বে অনুস্বাক্ষর করবেন। স্বাক্ষর পত্রে প্রত্যেক বিষয়ের জন্য রক্ষিত স্থানে যাতে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সীমাবদ্ধ থাকে সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

স্বাক্ষরলিপিতে পরীক্ষার্থীর সঠিক বিষয় উল্লেখপূর্বক উপস্থিতির স্বাক্ষর নিশ্চিত করতে হবে। পরীক্ষার্থীর বিষয় নেই এরূপ কোন বিষয় উল্লেখ করা যাবে না। কোন পরীক্ষার্থী কোন বিষয় বা কোন পত্রে

(ছ) অনুপস্থিত/বহিষ্কৃত হলে স্বাক্ষর লিপিতে উক্ত বিষয়ের/পত্রের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষরের ঘরে অনুপস্থিত/বহিষ্কৃত শব্দটি লাল কালিতে লিখে পরিদর্শক তার স্বাক্ষরের ঘরে স্বাক্ষর করবেন। এক্ষেত্রে কোন প্রকার ভুলের কারণে পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- (জ) কোন পরীক্ষার্থী কক্ষ পর্যবেক্ষককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাইলে কক্ষ পর্যবেক্ষক তার নিকট না আসা পর্যন্ত তার আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকবে। পরীক্ষার্থী কখনও আসন ত্যাগ করতে পারবে না। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ কোন অবস্থাতেই ছেঁড়া যাবে না।
- (ঝ) কক্ষ পর্যবেক্ষক হল সুপারের অনুমতি ব্যতীত কোন অবস্থাতেই তাঁর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ ত্যাগ করতে পারবেন না।
- (ঞ) কক্ষ পর্যবেক্ষক পরীক্ষার সময় অসদুপায় অবলম্বন নিরোধ করার জন্য নিয়মাবলী মেনে চলার প্রতি পরীক্ষার্থীদের নির্দেশ দান করবেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তা কেন্দ্র সচিব অথবা হল সুপারের গোচরে আনবেন।
- (ট) প্রত্যেক কক্ষ পর্যবেক্ষক তাঁর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত পরীক্ষার্থীদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন। কর্তব্যরত অবস্থায় পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে এরূপ কোন কাজে তিনি লিপ্ত থাকতে পারবেন না।
- (ঠ) কক্ষ পর্যবেক্ষক নিজে এবং কেন্দ্রে কাজে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী পরীক্ষার্থীদের সাথে পরীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী ব্যতীত অন্য কোন কথা বলা বা যোগাযোগ করতে পারবেন না।
- (ড) ভারপ্রাপ্ত অফিসার/কেন্দ্র সচিবের নির্দেশ না থাকলে পরীক্ষা চলাকালীন পরীক্ষার্থীর নিকট কোন টেলিগ্রাম বা সংবাদ আসলে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পরীক্ষার্থীদের দেয়া যাবে না।
- (ঢ) কক্ষ পর্যবেক্ষক তাঁর কক্ষের সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষা শেষে সংগ্রহ করবেন। কক্ষ পর্যবেক্ষক লক্ষ রাখবেন কোন পরীক্ষার্থী যেন পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে তার উত্তরপত্র জমা না দিয়ে অথবা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে না যায়।
- (ণ) পরীক্ষা শেষে উত্তরপত্র স্বাক্ষরপত্রের সঙ্গে যাচাই করে কক্ষ পর্যবেক্ষক ও জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষককে এ মর্মে নিশ্চিত হতে হবে যেন উপস্থিত সকল পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র সংগৃহীত হয়েছে।
- (ত) কোন পরীক্ষার্থী নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্রে সেট কোডের বৃত্ত ভরাটে ভুল করলে ভরাটকৃত সেটেই উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। সেট কোডের বৃত্ত ভরাটের ব্যাপারে পরীক্ষার পরে কোন সংশোধন-গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন পরীক্ষার্থী সেট কোডের কোন বৃত্ত ভরাট না করলে অথবা সেট কোডের একাধিক বৃত্ত ভরাট করলে তার উত্তরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- (থ) কক্ষ পর্যবেক্ষকগণ ও সংশ্লিষ্ট সকলেই লক্ষ রাখবেন যাতে রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠা (ওএমআর) এবং নৈর্ব্যক্তিক অঙ্কির উত্তরপত্রে কোন অবস্থাতেই ভাঁজ না পড়ে। এ ব্যাপারে পরীক্ষার্থীদের বারবার সতর্ক করতে হবে।
- (দ) পরীক্ষা শেষ হবার পর কক্ষ পর্যবেক্ষক লক্ষ রাখবেন, সকল উত্তরপত্র সংগৃহীত না হওয়া পর্যন্ত যেন কোন পরীক্ষার্থী আসন ত্যাগ না করে। পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগের পর তিনি সমুদয় উত্তরপত্র প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত হবেন। যদি কোন পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্র দাখিল না করে তাহলে তৎক্ষণাৎ ঘটনাটি লিখিতভাবে কেন্দ্র সচিব/কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসারের গোচরে আনবেন।
- (ধ) কক্ষ পর্যবেক্ষক তাঁর কক্ষে প্রশ্ন পত্রের ব্যাখ্যা, প্রশ্নের উত্তরের ইঙ্গিত দান বা বোর্ডের নির্দেশ ব্যতীত কোন প্রকার ভুল সংশোধন করতে পারবেন না।
- (নে) প্রতিটি বিষয় ও পত্রের রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার প্রথম অংশ খুব সাবধানতার সঙ্গে সঠিকভাবে ছিড়বেন এবং সকল উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠার ছেঁড়া প্রথম অংশ উক্ত বিষয়ের স্বাক্ষর লিপির উপস্থিতি ও উত্তরপত্রের সংখ্যার মিল নিশ্চিত করতে হবে এবং নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে পরীক্ষার্থীদের স্বাক্ষরলিপিসহ তিনি হল সুপারের নিকট জমা দেবেন।
- (প) অনুচ্ছেদ ২৩ এ কক্ষ পর্যবেক্ষকের করণীয় উপ অনুচ্ছেদ ক থেকে ন পর্যন্ত বর্ণিত দায়িত্বগুলো যথাযথ পালন করার জন্য অনুরোধ করা হলো। এর যে কোন এক বা একাধিক দায়িত্ব পালনে অবহেলার প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পর্যবেক্ষকসহ কেন্দ্র সচিবের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হবে এবং সেই সাথে কেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

২৩। পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, হলসুপার এবং কক্ষ পর্যবেক্ষকগণের দায়িত্বপালনের নির্দেশাবলী তাদেরকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

২৪। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বোর্ড ও জেলা প্রশাসন থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ভিজিল্যান্স টিম যে কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা তদারকি করতে পারবেন। কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য তাঁকে প্রদত্ত উপদেশমত কেন্দ্র সচিবকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁরা পরীক্ষা কক্ষের বাইরে এবং ভিতরের যে কোন নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপ প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাহায্য চাইলে কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ সাহায্য করবেন। ভিজিল্যান্স টিমের কোন কর্মকর্তা পরীক্ষা কক্ষে কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন করতে দেখলে অথবা অন্য কোন অনিয়ম চোখে পরলে তিনি তা কক্ষে কার্যরত কক্ষ পর্যবেক্ষকের নজরে আনবেন। কক্ষ পর্যবেক্ষক সে ক্ষেত্রে ঐ পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে নিয়মমাফিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

### ২৫। শৃঙ্খলা সম্পর্কীয় নিয়মাবলী

(ক) যদি কোন পরীক্ষার্থী তার উত্তরপত্র দাখিল না করে, তাহলে কক্ষ পরিদর্শক তাৎক্ষণিক ঘটনাটি লিখিতভাবে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গোচরে আনবেন। ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তল্লাশি করে স্থানীয় থানায় বিষয়টি সম্পর্কে জিডি করবেন এবং জিডির কপিসহ ঐ দিনই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নিকট একটি প্রতিবেদন পাঠাবেন।

(খ) কোন পরীক্ষার্থী প্রবেশপত্র ও রেজিঃ কার্ড ব্যতীত কোন বই, খাতা অথবা অন্য কোন কাগজপত্র পরীক্ষা কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আনতে পারবে না। যদি কোন পরীক্ষার্থীর নিকট প্রবেশপত্র ও রেজিঃকার্ড ব্যতীত কোন বই, খাতা অথবা অন্য কোন কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহলে সে অসদুপায় অবলম্বন করেছে বলে গণ্য হবে এবং নিয়মানুসারে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন পরীক্ষার্থীকে কোন লেখা হতে নকল করতে, কথা বলতে, ইশারা করতে অথবা অন্য কোন পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে দেখলে তাকে বহিষ্কার করা যাবে।

(গ) উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোন পৃষ্ঠায় অথবা প্রশ্নের কোন উত্তরে পরীক্ষার্থীর রোল নম্বর, রেজিঃ নম্বর, নাম, পিতার নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম অথবা কোন অপ্রাসঙ্গিক ও আপত্তিজনক লেখা, কোন অসঙ্গত মন্তব্য বা অনুরোধ থাকলে বা এ রকম চিহ্ন থাকলে যাতে উত্তরপত্রটি নির্দিষ্ট কোন পরীক্ষার্থীর বুঝা যায় তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র, চূষকাগজ বা প্রবেশপত্রের উপরে প্রশ্নের উত্তর অথবা অন্য কিছু লিখতে পারবে না।

(ঙ) পরীক্ষার্থী কক্ষ ত্যাগ করার পূর্বে তার উত্তরপত্র কক্ষ পরিদর্শকের নিকট জমা দিয়ে যাবে। কখনই উত্তরপত্র ডেস্কের উপর ফেলে রেখে যাবে না।

(চ) কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কক্ষে কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে অথবা কেন্দ্রের বাইরে, কক্ষ পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর সঙ্গে অসদাচরণ করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ছ) পরীক্ষা পাস করিয়ে দেয়ার জন্য কোন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পূর্বে পরীক্ষক বা পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজে জড়িত ব্যক্তিদের প্রভাবান্বিত করার চেষ্টা করলে তার পরীক্ষা বাতিল করা হবে।

(জ) পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্রের শেষ পৃষ্ঠায় এবং প্রবেশপত্রের পিছনের পৃষ্ঠায় বর্ণিত নিয়মাবলী যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।

২৬। অনুচ্ছেদ ২৬ এ উল্লিখিত যে কোন কারণে যে কোন পরীক্ষার্থীকে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পরীক্ষা হতে বহিষ্কার করতে পারবেন এবং বিষয়টি পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে 'বিজ্ঞপ্তির' মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করবেন। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরিদর্শকের রিপোর্টসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাবেন।

২৭। কোন পরীক্ষার্থীকে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ্যে বহিষ্কার করলে যদি আইন শৃঙ্খলার অবগতি হবার আশংকা থাকে অথবা কক্ষ পর্যবেক্ষকসহ পরীক্ষা সংক্রান্ত দায়িত্বে নিয়োজিত কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা থাকে; কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই নীরব বহিষ্কার করা যাবে। তবে বিষয়/পত্রের পরীক্ষা শেষে পর্যবেক্ষকের সুস্পষ্ট বিবরণসহ গোপনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করে উত্তরপত্র আলাদা প্যাকেটে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে। (উত্তরপত্রের ও, এম, আর এর প্রথম অংশ আলাদা করা যাবে না)।

২৮। কেন্দ্র পরিদর্শকের দায়িত্বপ্রাপ্ত বোর্ড কর্মকর্তা, কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ডিজিটাল টিমের কোন সদস্যের নির্দেশক্রমে কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করতে হলে সংশ্লিষ্ট কক্ষ পর্যবেক্ষক, সুনির্দিষ্ট কারণসহ কেন্দ্র সচিবকে একটি প্রতিবেদন দেবেন এবং কেন্দ্র সচিব সুষ্ঠুভাবে গোপনীয় প্রতিবেদন পুরণ করে উত্তরপত্রসহ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাবেন। (উত্তরপত্রের ও, এম, আর এর প্রথম অংশ আলাদা করা যাবে না)।

২৯। **বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বোর্ডে প্রেরণের নিয়মাবলী :**

(ক) কোন পরীক্ষার্থীকে অসদুপায় অবলম্বন অথবা অন্য কোন কারণে বহিষ্কার অথবা নীরব বহিষ্কার করা হলে তার রচনামূলক উত্তরপত্রের কভার পৃষ্ঠায় প্রথম অংশ না ছিড়ে পরিদর্শকের প্রতিবেদনসহ গোপনীয় প্রতিবেদন (বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরমে) সঠিকভাবে প্রস্তুত করে বিষয় ও পত্রের পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পরীক্ষার্থীর রচনামূলক উত্তরপত্র খাকি কাপড় দিয়ে আলাদা প্যাকেট করে প্যাকেটের উপরে লাল কালি দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে রিপোর্টেড লিখে কেন্দ্রের অন্যান্য উত্তরপত্রের ট্রাংকে/বাক্সে/বস্তায় আলাদাভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

(খ) নীরব বহিষ্কারের ক্ষেত্রে নীরব বহিষ্কারের কারণ সুস্পষ্টভাবে পরিদর্শকের প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকতে হবে। নীরব বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদেরকে সঙ্গত কারণেই পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি দিতে হবে। তবে পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষায় সে অসদুপায় অবলম্বন না করলেও তার পরবর্তী সকল বিষয়ে রচনামূলক উত্তরপত্র (কভার পৃষ্ঠার ১ম অংশ না ছিড়ে) ও নৈর্ব্যক্তিক উত্তরপত্র প্রত্যেক বিষয় ও পত্রের সাথে নীরব বহিষ্কারের বিষয়, পত্র ও কারণ উল্লেখপূর্বক প্রতিবেদনসহ আলাদা প্যাকেটে কেন্দ্রের উত্তরপত্রের ট্রাংকে/বাক্সে/বস্তায় পৃথকভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে হবে।

৩০। (ক) পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপগুলো অপরাধ বলে গণ্য হবে যার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে	শাস্তির ধরন	শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ
১	পরীক্ষা কক্ষে এদিক-ওদিক তাকানো, একে অন্যের সঙ্গে কথা বলা বা কথা বলে লিখা।	‘ক’	ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল
২	কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র ইত্যাদি ছাড়া অন্য কোন প্রকার লিখিত বা মুদ্রিত যে কোন প্রকার দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখা বা তা দেখে নকল করা।		

ক্রমিক নং	পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নবর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে	শাস্তির ধরন	শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ
৩	ডেস্কে/বেঞ্চে, হাতে, কাপড় বা অন্য কোথাও পিছনের অথবা পার্শ্বের অথবা সামনে দেয়ালে অথবা স্কেলে কিছু লেখা থাকা (পরীক্ষা কক্ষে পরীক্ষার্থীর আসনে কিংবা সামনে/পিছনে/পার্শ্বের দেয়ালে অথবা স্কেলে কোন কিছু লেখা থাকলে তা পরীক্ষার বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কিত হলে কর্তব্যরত কক্ষ পরিদর্শক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবেন। ঐরূপ লেখা হতে পরীক্ষার্থী কিছু লিখে থাকলে দোষণীয় কাগজপত্র সঙ্গে রাখার অপরাধে অপরাধী হবে।) এ ক্ষেত্রে যে অংশ নকল করেছে উত্তরপত্রের সে অংশ লাল কালি দিয়ে নিম্নরেখা (Underline) করতে হবে।	‘ক’	ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল
৪	লিথোকোড পরিবর্তন করা।		
৫	অন্যের লিখা উত্তরপত্র দেখে নকল করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কেহ উত্তরপত্র দেখাচ্ছে এমন প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধেও সমান শাস্তির সুপারিশ করতে হবে। উভয়ের সংশ্লিষ্ট অংশ লাল কালি দ্বারা নিম্নরেখা (Underline) করতে হবে।		
৬	পরীক্ষা কক্ষে যে কোন ধরনের অপরাধ করতে সাহায্য করা।	‘খ’	ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাবে না।
৭	উত্তরপত্রে প্রশ্নপত্রের সম্পর্ক বিবর্জিত আপত্তিকর কিছু লিখা অথবা অযৌক্তিক মন্তব্য বা অনুরোধ করা। ‘খ’ ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী এক বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাবে না।		
৮	পরীক্ষা কক্ষে বাধা বিঘ্ন সৃষ্টি করা বা গোলযোগ করা।		
৯	দোষণীয় কাগজপত্র কক্ষ পরিদর্শককে না দিয়ে তা নাগালের বাইরে ফেলে দেয়া বা গিলে খাওয়া।		
১০	একই উত্তরপত্রে দুই রকম/দুই বক্তির হাতের লেখা থাকা।		
১১	প্রশ্নপত্র বা সাদা উত্তরপত্র বাইরে পাচার করা। ‘গ’ ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাবে না।	‘গ’	ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাবে না।
১২	কক্ষ পরিদর্শক বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে গালাগালি বা ভীতি প্রদর্শন করা		
১৩	কক্ষ পরিদর্শকের নিকট উত্তরপত্র দাখিল না করে পরীক্ষা কক্ষ ত্যাগ করা।		
১৪	রোল নম্বর পরিবর্তন করা, পরস্পর উত্তরপত্র বিনিময় করা অথবা অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করা।		
১৫	কেন্দ্র কর্তৃক সরবরাহকৃত মূল উত্তরপত্রের পাতা পরিবর্তন করা।		

ক্রমিক নং	পরীক্ষার্থী কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত অবৈধ কার্যকলাপ অপরাধ বলে গণ্য হবে	শাস্তির ধরন	শাস্তিমূলক ব্যবস্থার বিবরণ
১৬	মোবাইলে বা যে কোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস সঙ্গে থাকলে বা SMS/MMS এর মাধ্যমে পরীক্ষার বিষয় সম্পর্কিত কোন কিছু লেখা থাকলে কিংবা ঐসব ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে প্রশ্নের উত্তরের সাথে সংগতিপূর্ণ কোন তথ্য সংরক্ষিত থাকলে কর্তব্যরত কক্ষ পর্যবেক্ষক তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবেন।	'গ'	ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল এবং পরবর্তী দুই বছরের জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি পাবে না।
১৭	পরীক্ষা কক্ষে, কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে বা কেন্দ্রের বাইরে কোন কক্ষ পরিদর্শককে বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আক্রমণ করা বা আক্রমণের চেষ্টা করা, অস্ত্র প্রদর্শন করা।		
১৮	পরীক্ষার্থী কর্তৃক পরীক্ষা ভবনের বাইরে অন্যের দ্বারা লিখিত উত্তরপত্র বা লিখিত অতিরিক্ত উত্তরপত্র দাখিল করা।		
১৯	পরীক্ষার্থী নিজের পরীক্ষা দিতে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা।		
২০	নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা।		

- ৩২। স্কুল থেকে কোন বিশেষ বছরের জন্য কোন পরীক্ষার্থী বোর্ডের পরীক্ষা দেবার অনুমতি পায়নি অথচ সে যদি অন্য কোন স্কুল থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তবে তার পরীক্ষা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ৩৩। পরীক্ষার্থীর কোন অপরাধ উপর্যুক্ত কোন নিয়মের আওতায় না পড়লে বোর্ডের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কমিটির সুপারিশক্রমে এবং অপরাধের প্রকৃতি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- ৩৪।
- (ক) কোন পরীক্ষার্থীর ঐ বছরের পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাবে এরূপ কোন অপরাধ করে থাকলে তাকে বহিষ্কার করতে হবে এবং পরবর্তী পত্রের পরীক্ষা আরম্ভ হবার পূর্বে কেন্দ্র সচিব পরীক্ষার্থীকে এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন।
- (খ) প্রত্যেক পরীক্ষা অপরাধের ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র, প্রবেশপত্র ও এতদসংক্রান্ত দোষণীয় কাগজপত্র এবং সম্পূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণসহ একটি গোপনীয় প্রতিবেদন অতি সত্ত্বর একটি পৃথক সিলমোহরকৃত প্যাকেটে অন্যান্য উত্তরপত্র পাঠানোর সময় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।
- (গ) কেন্দ্র সচিব কক্ষ পর্যবেক্ষকের নিকট হতে প্রাপ্ত এরূপ প্রতিটি প্রতিবেদনের সাথে অপরাধ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট বক্তব্যসহ একখানা বিবৃতি গ্রহণ করবেন। প্রতিবেদনে যতদূর সম্ভব প্রকৃত ঘটনার সাক্ষ্য প্রমাণ থাকতে হবে। অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।
- (ঘ) পরীক্ষার্থীর নিকট হতে প্রাপ্ত দোষণীয় কাগজপত্রের যে অংশ হতে উত্তরপত্রের নকল করা হয়েছে তাও উত্তরপত্রে লেখা নকল করা অংশ লাল কালি বা লাল বলপেন দিয়ে চিহ্নিত করে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অবশ্যই পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে পাঠাতে হবে।
- (ঙ) পরীক্ষার্থীর আসনের আশে পাশে কোন দোষণীয় কাগজপত্র পাওয়া গেলে কক্ষ পরিদর্শক পরীক্ষার্থী কর্তৃক উহা ব্যবহার করা সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করবেন না।
- (চ) কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তা ব্যাখ্যা করার জন্য পরীক্ষার্থীকে পত্র দিবেন। ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পরীক্ষার্থীকে ৭ (সাত) দিন সময় দেয়া হবে।

(ছ) ৭ (সাত) দিন অতিবাহিত হবার পর পরীক্ষার্থীর নিকট হতে ব্যাখ্যা পাওয়া যাক বা না যাক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অভিযুক্ত পরীক্ষার্থীর আনুষঙ্গিক কাগজপত্র শৃঙ্খলা কমিটিতে পেশ করবেন। শৃঙ্খলা কমিটির সুপারিশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

**৩৫। উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণ :**

পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন থেকে ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে উত্তরপত্র পুনঃনিরীক্ষণের জন্য যথাযথ ফিসহ SMS এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণ বলতে উত্তরপত্র পুনঃ মূল্যায়ন বুঝাবে না। উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ যাচাই করা হবে :

(ক) উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে কোন প্রশ্নোত্তরে পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক নম্বর না দিয়ে থাকলে তাতে নম্বরে দেয়া যাবে।

(খ) উত্তরপত্রের অভ্যন্তরে প্রদত্ত নম্বর কভার পৃষ্ঠায় উঠাতে ভুল করলে তা সংশোধন করা যাবে।

(গ) কভার পৃষ্ঠায় উঠানো নম্বরের যোগফলে কোন ভুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।

(ঘ) পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত নম্বর কোন অবস্থাতেই সংশোধন/পরিবর্তন করা যাবে না।

(ঙ) পরীক্ষক/প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের বৃত্ত ভরাটে ভুল হলে তা সংশোধন করা যাবে।

(চ) উত্তরপত্র কোন অবস্থাতেই পরীক্ষার্থী, তার আত্মীয় স্বজন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখানো যাবে না।

**৩৬। রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ :**

(ক) পরীক্ষার্থীদের আবেদন ফরম (দাখিলা ফরম), স্বাক্ষরলিপি, মূল উত্তরপত্র, ব্যবহারিক উত্তরপত্র, মার্কশিটের মুড়ি, বহিস্কৃত পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র ও পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় নথি পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর থেকে সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে।

(খ) উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষণের ফল প্রকাশের পর ৩ (তিন) মাস পর্যন্ত পুনঃনিরীক্ষিত উত্তরপত্র সংরক্ষণ করতে হবে।

(গ) পুনঃ নিরীক্ষিত টেলেশন বই মূল রেকর্ড বই হিসেবে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকবে।

৩৭। ধারাবাহিক মূল্যায়নের ম্যানুয়েল কপি অবশ্যই কেন্দ্র সচিবের মাধ্যমে বোর্ডের ২০৫ নং কক্ষে হাতে হাতে জমা দিতে হবে।

৩৮। পরীক্ষা শেষে অনুপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের Attendance Sheet আলাদা করে বোর্ডে অন্যান্য সামগ্রীর সাথে জমা দিতে হবে।

৩৯। প্রতিদিন পরীক্ষা শেষে OMR এবং খাতা জমা দেবার সময় বিষয় কোড অনুসারে আলাদা টপ শিট (শিরোনামপত্র) দিতে হবে।

**প্রফেসর প্রদীপ চক্রবর্তী**

**চেয়ারম্যান**

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

ফোন নম্বর: ০৩১-২৫৫৩১৪৪

ফ্যাক্স নম্বর : ০৩১-২৫৫৩১৪৯

e-mail: info@bise-ctg.gov.bd

e-mail: chairman@bise-ctg.gov.bd

**নারায়ন চন্দ্র নাথ**

**পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক**

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

ফোন নম্বর: ০৩১-২৫৫৩১৪৫

ফ্যাক্স নম্বর : ০৩১-২৫৫৩১৫১

e-mail: ce@bise-ctg.gov.bd

## ১৯৮০ সনের ৪২ নম্বর আইন

পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজন, সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম** : এই আইন পাবলিক পরীক্ষাসমূহ (অপরাধ) আইন ১৯৮০ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা** : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকলে এই আইনে

(ক) “বোর্ড” অর্থ যে কোন ধরনের শিক্ষার সংগঠন, নিয়ন্ত্রণ, তদারক, নিয়মন বা উন্নয়নের জন্য আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের ধারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত বোর্ড, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন।

(খ) ‘পরীক্ষার হল’ অর্থ এমন একটি স্থান বা প্রাঙ্গন যেখানে পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

(গ) ‘পরীক্ষার্থী’ অর্থ কোন ব্যক্তি যাহার নামে বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কোন পাবলিক পরীক্ষায় প্রবেশের জন্য লিখিত অধিকার তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, প্রদান করিয়াছেন।

(ঘ) ‘পাবলিক পরীক্ষা’ অর্থ কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক অনুষ্ঠিত, পরিচালিত, নিয়ন্ত্রিত কিংবা সংগঠিত হয় বা হইতে পারে এইরূপ কোন পরীক্ষা।

(ঙ) ‘বিশ্ববিদ্যালয়’ অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে স্থাপিত কোন বিশ্ববিদ্যালয়।

৩। **পাবলিক পরীক্ষায় ভূয়া পরিচয় দান**:

(ক) যিনি পরীক্ষার্থী না হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে পরীক্ষার্থী হিসাবে জাহির করিয়া বা পরীক্ষার্থী বলিয়া ভান করিয়া কোন পাবলিক পরীক্ষার সময় পরীক্ষার হলে প্রবেশ করেন, অথবা

(খ) যিনি অণ্য কোন ব্যক্তির নামে বা কোন কল্পিত নামে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৪। **পাবলিক পরীক্ষা শুরু হইবার পূর্বে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের প্রকাশনা বা বিতরণ** :

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে :

(ক) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজপত্র অথবা

(খ) এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত হইয়াছে বলিয়া মিথ্যা ধারণাদায়ক কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ, কিংবা এইরূপ পরীক্ষার জন্য প্রণীত প্রশ্নের সহিত ছবছ মিল রহিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবার অভিপ্রায়ে লিখিত কোন প্রশ্ন সম্বলিত কোন কাগজ যে কোন উপায়ে ফাঁস, প্রকাশ বা বিতরণ করেন, তিনি চার বৎসর-পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫। **নম্বর ইত্যাদি বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন**:

যিনি আইনানুগ কর্তৃত্ব ছাড়া যে কোন প্রকারে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন নম্বর, মার্কশিট, টেবুলেশন শিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর বদল অথবা গ্রুপ পরিবর্তন করেন, তিনি চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবে।

**৬। ভূয়া মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী ইত্যাদি তৈয়ারী করণ :**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রী যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা উহা জারী করার কর্তৃত্ব সম্পন্ন কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত হয় নাই বলিয় তিনি জ্ঞাত আছে, তৈয়ারী করেন, ছাপান, বিতরণ করেন অথবা ব্যবহার করেন অথবা আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই নিজের দখলে রাখেন তিন চার বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৭। মার্কশিট, সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম দখলে রাখা :**

যিনি আইন সম্মত অযুহাত ছাড়াই কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত মার্কশিট, সার্টিফিকেট ডিপ্লোমা অথবা ডিগ্রীর অপূরণকৃত ফরম কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে তাহাকে প্রধান বা অর্পন করা হয় নাই, নিজের দখলে রাখেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৮। উত্তরপত্র প্রতিস্থাপন বা উহাতে সংযোজন:**

যিনি কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র অথবা উহার অংশ বিশেষের পরিবর্তে অন্যকোন একটি উত্তরপত্র বা উহার অংশ বিশেষ প্রতিস্থাপন করেন অথবা পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষার হলে পরীক্ষার্থী কর্তৃক লিখিত হয় নাই এরূপ উত্তর সম্মিলিত অতিরিক্ত পৃষ্ঠা কোন উত্তরপত্রের সহিত সংযোজিত করেন তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**৯। পরীক্ষার্থীদেরকে সহায়তা করা :**

যিনি কোন পরীক্ষার্থীকে-

- (ক) কোন লিখিত উত্তর অথবা কোন বই বা লিখিত কাগজ অথবা উহার কোন পৃষ্ঠা কিংবা উহা হইতে কোন উদ্ধৃতি পরীক্ষার হলে সরবরাহ করিয়া অথবা
- (খ) মৌখিকভাবে কোন যান্ত্রিক উপায়ে কোন প্রশ্নের উত্তর লিখিবার জন্য বলিয়া দিয়া সহায়তা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**১০। অননুমোদিত ব্যক্তি কর্তৃক পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা অথবা পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করা:**

যিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত বা ক্ষমতা প্রদত্ত না হওয়া সত্ত্বেও কোন পরীক্ষার হলে কোন পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন অথবা কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, অথবা যিনি অন্য ব্যক্তির পরিচয়ে কিংবা কল্পিত নামে পরীক্ষার হলে পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা করেন, অথবা পাবলিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন, তিনি দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**১১। পাবলিক পরীক্ষায় বাধাদান:**

যিনি কোন প্রকারের ইচ্ছাকৃতভাবে-

- (ক) কোন ব্যক্তিকে কোন পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন; অথবা
- (খ) পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানে বাধাদান করেন অথবা
- (গ) কোন পরীক্ষার হলে গোলযোগ সৃষ্টি করেন, তিনি একবৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থ দন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**১২। বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের অফিসার কিংবা কর্মচারীগণকৃত অপরাধ :**

যিনি বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ডের কোন অফিসার কিংবা কর্মচারী হইয়াও অথবা পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াও এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করেন, তিনি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড কিংবা অর্থদন্ড অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

**১৩। এই আইনের অধীনে অপরাধ করণে সহায়তা ও প্রচেষ্টা :**

যিনি এই আইনের অধীনে কোন অপরাধ করণে সহায়তা করেন কিংবা প্রচেষ্টা চালান তিনি এই অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

**১৪। পদ্ধতি :**

১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) এ যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও-

- (ক) এই আইনের অধীনে অপরাধ বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার যোগ্য অপরাধ হইবে :
- (খ) কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এর আদালত ব্যতীত অন্য কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের কোন বিচার করিবেন না।
- (গ) কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচারকালে উক্ত বিধিতে মামলার সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য বিবৃত পদ্ধতি অনুসারে অপরাধটি সংক্ষিপ্তভাবে বিচার করিবেন।
- (ঘ) কোন আদালত, উক্ত বিধির অধীন উহার ক্ষমতা অতিরিক্ত হইলেও এই আইনের অধীনে যে কোন দণ্ডদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

**১৫। রহিতকরণ ও হেফাজত :**

- (১) ১৯৮০ সনের পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) অধ্যাদেশ (১৯৮০ সনের ৬নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।
- (২) এইরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও উক্ত অধ্যাদেশের অধীনে কৃত কোন কিছু অথবা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অনুরূপ বিধানের অধীনে কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

স্বাক্ষর

কাজী জালাল আহমদ

সচিব

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

## (জাতীয় সংসদে উত্থাপনীয়)

Public Examination (offences) Act 1980 এর অধিকতর সংশোধন কল্পে আনীত বিল যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ কল্পে (Public Examinations Offences) Act. 1980 (Act XLII of 1980) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম : এই আইন The Public Examinations (offences) (Amendment) Act. 1992 নামে অভিহিত হইবে।
- ২। Act XIII of 1980 Gi Section 3 এর সংশোধন। Public Examinations Offences) Act 1980 (XLII of 1980) অতঃপর উক্ত Act বলিয়া উল্লিখিত এর Section-3 এর “two years of with fine or with both” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “Five years and shall not be less than one year” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
- ৩। Act XIII of 1980 এর Section-4 এ সংশোধন। উক্ত Act এর Section-4 এর “Four years or with fine or with both” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে, “Ten years and shall not be less than three years and shall also be liable to fine” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
- ৪। Act XIII of 1980 Gi Section 6 এর সংশোধন। উক্ত Act এর Section 6 এর “Four years or with fine or with both” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “Seven years and shall not be less than three years and shall also be liable to fine” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
- ৫। Act XIII of 1980 এর Section 8 এর সংশোধন। উক্ত Act এর Section 8 এর “four years or with fine or with both” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “Ten years and shall not be less than three years and shall also be liable to fine” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।
- ৬। Act XIII of 1980 এর Section-9 এর সংশোধন। উক্ত Act এর Section-9 এর  
(ক) “Clause (b) এর শেষে” “কমার পরিবর্তে” : or “সেমিকোলন” এবং or শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে এবং তৎপর নিম্নবর্ণিত নতুন Clause (C) সংযোজিত হইবে, যথা : (c) “by any other means whatsoever”.
- (খ) “Two years or with fine or with both” শব্দগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “Feve years and shall not be less than Two years, and shall also be liable to fine” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত হইবে।

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

শাখা-১০

নং শিম/শাঃ ১০/৭ পরীক্ষা-২ (গ্রেডিং)/২০০২/৬১০

তারিখ: ০৪/০১/০৩

## প্রজ্ঞাপন

সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল লেটার গ্রেডিং পদ্ধতিতে প্রকাশের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-শাঃ ১১/১০/ (১) ২০০১/২৬৭ তারিখ ১২/০৩/২০০১ এর নিম্নরূপ সংশোধন করেছে-

- (ক) পরীক্ষার উত্তীর্ণের কোন বিভাগ উল্লেখ থাকবে না। শুধু প্রতি বিষয়ের প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সকল বিষয়ে প্রাপ্ত Grade point (GP) এর ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীর Grade point Average (GPA) উল্লেখ থাকবে। লেটার মার্ক ও স্টার মার্ক প্রদান এবং মেধা তালিকা প্রণয়ন বা প্রকাশ ইত্যাদি প্রথা থাকবে না।
- (খ) পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ে F গ্রেড না পেলে এবং তা GPA ন্যূনতম ১.০ (এক) হলে তাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ঘোষণা করা হবে।
- (গ) একটি বিষয়ে F গ্রেড এবং GPA ১.৫ বা তদুর্ধ্ব প্রাপ্ত পরীক্ষার্থীর ইতিপূর্বে পরবর্তী উচ্চতর শ্রেণীতে সাময়িকভাবে ভর্তির যে সুযোগ ছিল তা ২০০৩ সাল থেকে রহিত করা হলো।
- (ঘ) মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পরীক্ষার্থীকে অব্যবহিত পরবর্তী বছরেই পরীক্ষা দিতে হবে। পরীক্ষার্থী ফল উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের ফল বহাল থাকবে।
- (ঙ) এস এস সি/ দাখিল পরীক্ষায় ন্যূনতম ০৪ (চারটি) বিষয়ে এবং এইচ এস সি/ আলিম পরীক্ষায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বিষয়ে উত্তীর্ণ হলে অর্থাৎ D বা তদুর্ধ্ব গ্রেড পেলে অনুত্তীর্ণ বাকী বিষয়ে বিষয়সমূহে পরবর্তী বছর পরীক্ষা দিতে পারবে। এই সুযোগ রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ থাকা পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরীক্ষার্থীর উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের ফল/প্রাপ্ত নম্বর সংরক্ষিত থাকবে এবং পরবর্তীতে অনুত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহে উত্তীর্ণ হলে প্রাপ্ত GP এর সাথে পরবর্তী বছরের উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত GP যোগ করে পরীক্ষার্থীর GPA নির্ধারণ কর হবে। তবে এক্ষেত্রে পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করলে সব বিষয় পরীক্ষা দিতে পারবে।
- (চ) একাধিক অংশ সম্বলিত বিষয়সমূহে (যেমন: তত্ত্বীয়, ব্যবহারিক, রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক) বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক অংশে পৃথক পৃথক ভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণ সকল অংশে প্রাপ্ত নম্বরের যোগফলের উপর ভিত্তি করে ঐ বিষয়ে Grade নির্ধারিত হবে। যে কোন একটি অংশে অনুত্তীর্ণ হলে ঐ বিষয়ে অনুত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।
- (ছ) শিক্ষা বোর্ড থেকে মূল সনদপত্র ইস্যু বিদ্যমান থাকবে। বিভাগের স্থলে GPA উল্লেখ থাকবে।

- (জ) নম্বর পত্রের পরিবর্তে মূল্যায়নপত্র (Academic Transcript) ইস্যু করা হবে। এত প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড GP ও GPA উল্লেখ থাকবে এবং প্রতি গ্রেডের জন্য নির্ধারিত ব্যাপ্তি (Class interval) উল্লেখ থাকবে।
- (ঝ) কোন পরীক্ষার্থী এক অথবা দুই বিষয়ে F গ্রেড প্রাপ্ত হলে তার রেজিঃকার্ডের মেয়াদকালের মধ্যে ঐ সব বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।
- (ঞ) ২০০৪ সাল থেকে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষায় (এস এস সি/ এইচ.এস.সি/ দাখিল ও আলিম) চতুর্থ বিষয় যোগ করে GPA নির্ধারণ করা হবে। চতুর্থ বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট থেকে ২ বিয়োগ করে অবশিষ্ট গ্রেড পয়েন্ট মোট গ্রেড পয়েন্ট এর সাথে যোগ করে প্রাপ্ত মোট GP কে চতুর্থ বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে GPA নির্ধারণ করা হয়। চতুর্থ বিষয় ছাড়াই যেসব ছাত্র-ছাত্রী GPA-5.00 পাবে তাদের ক্ষেত্রে চতুর্থ বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট যোগ করা হবে না।
- (ট) পরীক্ষার ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে GPA এবং বাকী পরীক্ষার্থীর রোল নম্বরের পাশে বন্ধনীতে F লিখা থাকবে। টেবুলেশন বইতে সকল পরীক্ষার্থীর বিস্তারিত তথ্য উল্লেখ থাকবে।
- (ঠ) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসাসমূহ অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় পর্যায়ক্রমে লেটার গ্রেড পদ্ধতি প্রবর্তন করবে।
- (ড) এইচ এস সি/ আলিম পরীক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষা থেকে পরীক্ষায় পাশ ফেল প্রথা বিলুপ্ত হবে।
- ২। এস এস সি/ দাখিল ও এইচ এস সি/ আলিম পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের (Raw score) কে লেটার গ্রেডে রূপান্তরে পদ্ধতি নিম্নরূপ হবে :

লেটার গ্রেড	প্রাপ্ত নম্বরের শ্রেণী ব্যাপ্তি	গ্রেড পয়েন্ট
A+	৮০-১০০	৫.০০
A	৭০-৭৯	৪.০০
A-	৬০-৬৯	৩.৫০
B	৫০-৫৯	৩.০০
C	৪০-৪৯	২.০০
D	৩৩-৩৯	১.০০
F	০০-৩২	০.০০

- ৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারী করা হ'ল এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

স্বাক্ষর  
আখতারী বেগম  
সিনিয়র সহকারী সচিব



## মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম

সি.ডি.এ. এডিনিয়া, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

E-mail : info@bise-ctg.gov.bd, Website : www.bise-ctg.gov.bd

স্মারক নং : চশিবা/পরী-মাধ্য/পরি-১১/২০১৯/১১৯০(২১০)

তারিখ : ২৭/০৯/২০২১ ইং

### ২০২১ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার সময়সূচি

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম -এর অধীনে ২০২১ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষা নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এই সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।

বিষয় ও সময় সকাল ১০টা হতে ১১.৩০টা পর্যন্ত	বিষয় কোড	তারিখ ও দিন	বিষয় ও সময় বিকেল ২টা হতে ৩.৩০টা পর্যন্ত	বিষয় কোড
১। পদার্থ বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	১৩৬	১৪/১১/২০২১ রবিবার	X	X
১। বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১৫৩	১৫/১১/২০২১ সোমবার	১। হিসাব বিজ্ঞান	১৪৬
১। রসায়ন (তত্ত্বীয়)	১৩৭	১৬/১১/২০২১ মঙ্গলবার	X	X
১। শারীরিক শিক্ষা, ক্রীড়া (তত্ত্বীয়)	১৩৩	১৮/১১/২০২১ বৃহস্পতিবার	X	X
১। ভূগোল ও পরিবেশ	১১০	২১/১১/২০২১ রবিবার	১। ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১৫২
১। উচ্চতর গণিত (তত্ত্বীয়) ২। জীব বিজ্ঞান (তত্ত্বীয়)	১২৬ ১৩৮	২২/১১/২০২১ সোমবার	X	X
১। পৌরনীতি ও নাগরিকতা ২। অর্থনীতি	১৪০ ১৪১	২৩/১১/২০২১ মঙ্গলবার	১। ব্যবসায় উদ্যোগ	১৪৩

#### বিশেষ নির্দেশাবলী :

- কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
- পরীক্ষা শুরু ৩০(ত্রিশ) মিনিট পূর্বে অবশ্যই পরীক্ষার্থীদেরকে পরীক্ষা কক্ষে আসন গ্রহণ করতে হবে।
- পরীক্ষার সময় ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট।  
\* MCQ এবং CQ উভয় অংশের পরীক্ষার মধ্যে কোনো বিরতি থাকবে না।
- সকাল ১০.০০ টা থেকে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে  
সকাল ৯.৩০ মি. অলিখিত উত্তরপত্র ও বহুনির্বাচনি OMR শিট বিতরণ।  
সকাল ১০.০০ টা বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র বিতরণ।  
সকাল ১০.১৫ মি. বহুনির্বাচনি উত্তরপত্রের (OMR শিট) সংগ্রহ ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র বিতরণ।
- দুপুর ০২.০০ টা থেকে অনুষ্ঠেয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে  
দুপুর ০১.৩০ মি. অলিখিত উত্তরপত্র ও বহুনির্বাচনি OMR শিট বিতরণ।  
দুপুর ০২.০০ টা বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্র বিতরণ।  
দুপুর ০২.১৫ মি. বহুনির্বাচনি উত্তরপত্রের (OMR শিট) সংগ্রহ ও সৃজনশীল প্রশ্নপত্র বিতরণ।
- পরীক্ষার্থীগণ তাদের প্রবেশপত্র নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হতে পরীক্ষা আরম্ভের কমপক্ষে তিনদিন পূর্বে সংগ্রহ করবে।
- ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, শিক্ষাবর্ষের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়ে এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক খাতা (নোটবুক) এর নম্বর প্রদান করে নম্বরসমূহ ২৮/১১/২০২১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক খাতা (নোটবুক) এর নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ করবে।
- পরীক্ষার্থীগণ নিজ নিজ উত্তরপত্রের OMR ফরমে তার পরীক্ষার রোল নম্বর, রেজিস্ট্রেশন নম্বর, বিষয়কোড ইত্যাদি যথাযথভাবে লিখে বৃত্ত ভরাট করবে। কোন অবস্থাতেই মার্জিনের মধ্যে লেখা কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে উত্তরপত্র ভাঁজ করা যাবে না।

- ৭। পরীক্ষার্থীকে সৃজনশীল/ রচনামূলক (তত্ত্বীয়), বহুনির্বাচনি ও ব্যবহারিক খাতা (নোটবুক) এর নম্বরের অংশে পৃথকভাবে পাস করতে হবে।
- ৮। প্রত্যেক পরীক্ষার্থী কেবল রেজিস্ট্রেশন কার্ড ও প্রবেশপত্রে উল্লিখিত বিষয়/বিষয়সমূহের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। কোন অবস্থাতেই ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।
- ৯। কোন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা (সৃজনশীল/ রচনামূলক (তত্ত্বীয়), বহুনির্বাচনি) নিজ বিদ্যালয়ে/প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে না, পরীক্ষার্থী স্থানান্তরের মাধ্যমে আসন বিন্যাস করতে হবে।
- ১০। পরীক্ষার্থীগণ পরীক্ষায় সাধারণ সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে। প্রোগ্রামিং ক্যালকুলেটর ব্যবহার করা যাবে না।
- ১১। কোন ব্যক্তি/পরীক্ষার্থী পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল ফোন আনতে এবং ব্যবহার করতে পারবেন না। শুধুমাত্র কেন্দ্র সচিব ফিচার ফোন (স্মার্ট ফোন ব্যতীত) ব্যবহার করতে পারবেন।
- ১২। সৃজনশীল/ রচনামূলক (তত্ত্বীয়) ও বহুনির্বাচনি পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর উপস্থিতির জন্য একই উপস্থিতি পত্র ব্যবহার করতে হবে।
- ১৩। পরীক্ষার ফল প্রকাশের ০৭ (সাত)দিনের মধ্যে পুনঃপরীক্ষার জন্য অনলাইনে SMS এর মাধ্যমে আবেদন করা যাবে।

(নারায়ন চন্দ্র নাথ)

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।

ফোন : ০৩১-২৫৫৩১৪৫, ফ্যাক্স : ০৩১-২৫৫৩১৫১

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)-

- ১। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৩। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
- ৬। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সকল কর্মকর্তা।
- ৭। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট সকল অধ্যক্ষ।
- ৮। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি পরীক্ষা-২০২১ এর কেন্দ্রের সকল কেন্দ্র সচিব।
- ৯। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান এর উপজেলাসমূহ।
- ১০। জেলা শিক্ষা অফিসার, চট্টগ্রাম/কক্সবাজার/রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবান।
- ১১। পি.এস টু চেয়ারম্যান (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য) অত্রবোর্ড।
- ১২। অফিস কপি।

(নারায়ন নাথ)

উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (মাধ্য)

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।

ফোন : ০৩১-২৫৫৭৫১৬



মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম  
সিডিএ, এভিনিউ, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

স্মারক নং- চশিবো/পরী-মাধ্য/পরি-১১/২০১৯/ ১২৯৭(২)

তারিখ : ১০/১০/২০২১খি:

সূত্র: নং-আশিবোপনিক/২০০৯/১৭৮, তারিখ: ০৬/১০/২০২১ খি:

এসএসসি পরীক্ষা -২০২১ এর সময় এ নম্বর বিভাজন নির্দেশিকা:  
পরীক্ষার সময় :০১ঘণ্টা ৩০ মিনিট (MCQ/নৈর্ব্যক্তিক ১৫ মিনিট ও CQ/রচনামূলক ০১ঘণ্টা ১৫ মিনিট)

ক্রমিক	বিষয়ের নাম	কোড	এসএসসি পরীক্ষা-২০২১ প্রশ্নের বিবরণ		এসএসসি পরীক্ষা-২০২১ এর পরীক্ষার্থীদের উত্তর প্রদান করতে হবে	
			CQ/রচনামূলক	MCQ/নৈর্ব্যক্তিক	CQ/রচনামূলক (সময় : ০১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট)	MCQ/নৈর্ব্যক্তিক (সময় : ১৫ মিনিট)
০১	পদার্থবিজ্ঞান	১৩৬	৮টি প্রশ্ন	২৫টি প্রশ্ন	যেকোন ২টি প্রশ্ন ২X১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর	যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১X১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর
০২	রসায়ন	১৩৭	৮টি প্রশ্ন	২৫টি প্রশ্ন	যেকোন ২টি প্রশ্ন ২X১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর	যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১X১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর
০৩	উচ্চতরগণিত	১২৬	৮টি প্রশ্ন	২৫টি প্রশ্ন	যেকোন ২টি প্রশ্ন ২X১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর	যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১X১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর
০৪	জীববিজ্ঞান	১৩৮	৮টি প্রশ্ন	২৫টি প্রশ্ন	যেকোন ২টি প্রশ্ন ২X১০ অর্থাৎ ২০ নম্বর	যেকোন ১২টি প্রশ্ন ১X১২ অর্থাৎ ১২ নম্বর
০৫	হিসাববিজ্ঞান	১৪৬	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর
০৬	ব্যবসায় উদ্যোগ	১৪৩	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর
০৭	ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১৫২	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর
০৮	বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্ব সভ্যতা	১৫৩	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর
০৯	ভূগোল ও পরিবেশ	১১০	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর
১০	পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১৪০	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর
১১	অর্থনীতি	১৪১	১১টি প্রশ্ন	৩০টি প্রশ্ন	যেকোন ৩টি প্রশ্ন ৩X১০ অর্থাৎ ৩০ নম্বর	যেকোন ১৫টি প্রশ্ন ১X১৫ অর্থাৎ ১৫ নম্বর

\*\*\* পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক খাতা(নোটবুক) এর নম্বর-২৫। প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ পরীক্ষার্থীর ব্যবহারিক খাতা(নোটবুক) এর নম্বর প্রদান করে নম্বরসমূহ ২৮/১১/২০২১ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। কেন্দ্র ব্যবহারিক খাতা(নোটবুক) এর প্রাপ্ত নম্বর সংশ্লিষ্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে অনলাইনে প্রেরণ করবে এবং হার্ড কপি সংশ্লিষ্ট বোর্ডের পরীক্ষা শাখায়(মাধ্যমিক) জমা দিবে।

\*\*\* বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থীদের CQ এর ২০ নম্বরকে ৫০ নম্বরে ও MCQ এর ১২ নম্বরকে ২৫ নম্বরে এবং মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের পরীক্ষার্থীদের CQ এর ৩০ নম্বরকে ৭০ নম্বরে ও MCQ এর ১৫ নম্বরকে ৩০ নম্বরে রূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের প্রাপ্ত নম্বর নির্ধারণ করা হবে।

(নারায়ন চন্দ্র নাথ)

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম।